দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কুফরের পক্ষাবলম্বনকারী মুসলমানের বিধান

ফতওয়া

ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, অস্ত্র, ঘাঁটি, শক্তি বা সম্পদ দিয়ে অথবা সমর্থন যুগিয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে, মুসলমান হত্যা বা গ্রেফতারে তাদের ইন্ধন যোগাবে, যে কোন ভাবে এ যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নিবে, সে কাফের ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। মারা গেলে তার জানাযা পড়া যাবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

কিতাবুল্লাহ থেকে দলীল

দলীল নং ১:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়েদা: ৫১]

ইমাম তবারী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم, أي من أهل دينهم وملتهم , فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخط وصار حكمه حكمه.] تفسير الطبري ج1 ص277[

যে মুসলমানদের ব্যতিরেকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে তার উপর এবং তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে তখন তার বিপরীত সবকিছুর ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। সুতরাং দুজনের হুকুম একই হবে। [তাফসীরুত তবারী, খন্ড:১, পৃষ্টা:২৭৭]

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

{ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } أي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر ،

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ সে তাদের মধ্য থেকে এবং তাদেরই দলভূক্ত হবে। এটি একটি কঠিন হুঁশিয়ারী, কেননা এটা এমন গুনাহ যা কুফরকে আবশ্যক করে। [তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, খন্ড:২ পৃষ্টা:৭৩]



আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) উপরুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

[ومن يتولهم منكم] أي يعضدهم على المسلمين [فإنه منهم] بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد،

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে" - অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, "নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন" - আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের যেই হুকুম, তারও ঐ একই হুকুম। এই আয়াতটি মুসলমানের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। । [তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:৬, পৃষ্টা: ২১৭]

আর التولي বা পরস্পর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা। অস্ত্র যুগিয়ে অথবা সম্মান জানিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করা। যেমনটি শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) বলেন:

قال اهل العلم: "الذي يتولي الكفار قد كفر" ومن اعظم معالم الولاية المناصرة بالقول وبالسنان وبالسان-

উলামাগণ বলেন, **"যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে যাবে।"** আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করা। [আল-আরশীফুল জামে'য়, পৃষ্টা:২১]

অতএব মুসলমান ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করলো সে যে কাফের এটা নিশ্চিতভাবে বুঝে আসে।

দলীল নং ২:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ [سورة المائدة52]

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি অতিসত্ত্বর দেখতে পাবেন, তারা দ্রুত ওদের [ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের] সাথে গিয়ে মিলিত হবে, এই বলে যে, আমরা আশংকা করছি আমাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটবে।

ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যখ্যা করেন:

وقوله تعالى] فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ[أي: شك وريب ونفاق، [يُسَارِعُونَ فِيهِمْ] أي: يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر،] يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ[أي:يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك."[69/2]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি অতিসত্ত্বর দেখতে পাবেন", অর্থাৎ [যাদের অন্তরে] সংশয়, সন্দেহ ও নিফাক আছে।

"তারা দ্রুত ওদের সাথে গিয়ে মিলবে", অর্থাৎ তারা অতিদ্রুত প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে।



“এই বলে যে, আমরা আশংকা করছি আমাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটবে”, অর্থাৎ তারা কাফেরদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে, যে তাদের আশংকা হচ্ছে কাফেররা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করবে, আর তখন ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কাছে তাদের একটি গ্রহণযোগ্যতা থাকবে যা তাদের কাজে আসবে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:২, পৃষ্টা:৬৯]

দলীল নং ৩:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ [53] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [54]

ঈমানদারগণ বলবে: এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে শপথ করতো যে, তারা তোমাদের সাথেই থাকবে? তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। [৫৩] হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে (মুরতাদ হয়ে যাবে), অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ - তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। [৫৪] [৫৬] [সূরা মায়িদাহ]

ইমাম তবারী (রহঃ) বলেন:

يقول المؤمنون تعجباً منهم ومن نفاقهم وكذبهم واجترائهم على الله في أيمانهم الكاذبة بالله أهؤلاء الذين أقسموا لنا بالله إنهم لمعنا وهم كاذبون في أيمانهم لنا.[281/6]

এই ব্যক্তিদের কর্মকান্ড, তাদের নিফাক, মিথ্যাচার, ঈমানের অসত্য দাবী করে আল্লাহ তা’আলার ব্যাপারে পর্যন্ত মিথ্যা বলার দু:সাহস দেখে ঈমানদারগণ আশ্চর্য হয়ে বলতে থাকবে, এরাই কি তারা যারা আমাদের সাথে আল্লাহর শপথ করে বলতো তারা আমাদের সাথেই থাকবে। এরা আমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করেছিল।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ولا تحبط الأعمال بغير الكفر لأن من مات على الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، [الصارم المسلول 214/2]

কুফর ছাড়া অন্য কোন গুনাহের কারণে আমল বিনষ্ট হয় না। কেননা যে ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যদি জাহান্নামে প্রবেশ করেও তথাপি তা থেকে সে বের হয়ে আসবে। যদি সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যেত তাহলে কখনেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতো না। [আস-সরিমুল মাসলুল, খন্ড:২, পৃষ্টা:২১৪]

কুরআনের যত স্থানে حبوط العمل বা আমল বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র কুফরের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে। যেমনঃ-

এক.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ].....الأعراف:١٤٧]

আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে....। [সূরা আ'রাফ:১৪৭]

দুই.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ]التوبة:١٧]

মুশরিকদের এই যোগ্যতা নেই তারা আল্লাহর ঘর আবাদ করবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আর তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে আর তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। [সূরা আত-তাওবা:১৭]

তিন.

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] الزمر: من الآية65]

যদি আপনি শিরক করেন তাহলে নিশ্চয় আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। [সূরা যুমার:৬৫]

চার.

.وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ] البقرة: الآية[217

যে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে [মুরতাদ হবে] অতঃপর কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। [সূরা আল-বাকারা:২১৭]

পাঁচ.

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর সে পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত। [সূরা মায়িদাহ: ৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة.



সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইহুদী-নাসারাদের সাথে সম্পর্ক থেকে বারণ করার ক্ষেত্রে যাদেরকে সম্বোধন করেছেন, আয়াতুর রিদ্দাহ বা মুরতাদ সম্পর্কিত আয়াতের মধ্যেও তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। [আল-ফাতাওয়া, খন্ড:১৮, পৃষ্ঠা:৩০০]

দলীল নং ৪:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [آل عمران:28] .

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোন কিছুর আশংকা করো। আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ তা'আলার দিকেই। [সূরা আলে ইমরান: ২৮]

ইমাম তবারী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، يعني فقد بريء من الله ، وبريء الله منه ، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ، إلا أن تتقوا منهم تقاة: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل [الطبري ج3 ص227]

কেননা যে এ ধরণের কাজ করবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ উপরুক্ত কর্মের কারণে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা সে দ্বীন থেকে রিদ্দাহ করেছে [মুরতাদ হয়ে গেছে] ও কুফরে প্রবেশ করেছে। "তবে যদি তাদের থেকে কোন কিছুর আশংকা করো।" অর্থাৎ তবে যদি তোমরা তাদের কর্তৃত্বের মধ্যে থাকো এবং নিজেদের জানের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত হও তাহলে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে আর অন্তরে শত্রুতা পোষণ করবে। তবে তারা যে কুফরের উপর অবস্থান করছে তাকে সমর্থন করবে না, কোন একটি কাজের দ্বারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে না। [তাফসীরুত তবারী, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৭৭]

দলীল নং ৫:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا [البقرة: من الآية256]

যে তাগূতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো সে এমন এক শক্ত হাতল আঁকড়ে ধরলো যা ছিন্ন হবার নয়। [সূরা আল-বাকারা: ২৫৬]



এখানে কয়েকটি বিষয় বুঝা জরুরিঃ-

এক. তাগূতকে বর্জন সব উম্মাতের মূল দায়িত্ব।

সব রাসূলের উম্মাতের মূল দায়িত্ব হলো দু'টি: [ক] এক আল্লাহর ইবাদত করা [খ] তাগূতকে বর্জন করা। আহকামুল হাকিমীন মহান রাব্বুল আলামীন বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ [النحل: من الآية36]

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। [সূরা নাহ্ল: ৩৬]

দুই. তাগূতকে বর্জন ঈমানের মূল ভিত্তি।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا

যে তাগূতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো সে এমন এক শক্ত হাতল আঁকড়ে ধরলো যা ছিন্ন হওয়ার নয়। [সূরা আল-বাকারা: ২৫৬]

তিন. কাফেরদের আভিভাবক হচ্ছে তাগুতরা, আর তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামী।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

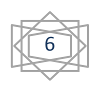
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। [সূরা বাকারা: ২৫৭]

চার. কাফেররাই তাগূতের পথে লড়াই করে।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً [النساء:76]

যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। [সূরা নিসা: ৭৬]



দলীল নং ৬:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ [محمد:25 ، 26] .

নিশ্চয় যারা পিছন দিকে [মুরতাদ হয়েছে] ফিরে গেছে তাদের সামনে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও শয়তান তাদের সামনে তাদের কাজকে সুন্দর করে তুলেছে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়েছে। এটা এজন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দ করে তারা তাদেরকে বলেছে: আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। [সূরা মুহাম্মাদ:২৫-২৬]

ইমাম তবারী (রহঃ) উক্ত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যায় বলেন:

وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا، أشبه منها بصفة أهل الكتاب، وذلك أن الله عزّ وجلّ أخبر أن ردّتهم كانت بقيلهم [لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نزلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ]

আমাদের মত হলো উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মুনাফিকদের। কেননা এগুলো আহলে কিতাবদের চেয়ে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের সাথেই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। <u>কেননা আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারীদের কাছে গিয়ে বলতো: "আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।"</u>

দলীল নং ৭:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ - وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ] [المائدة:80 - 81]

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন আর তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তাহলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। [সূরা মায়িদাহ: ৮০-৮১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উক্ত আয়াতটির ব্যাপারে বলেন:

"فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف " لَوْ " التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، فقال [وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ] فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب"



আল্লাহ তা'আলা এখানে শর্তমূলক বাক্য উল্লেখ করেছেন, যার দাবী হলো যদি শর্তটি বিদ্যমান পাওয়া যায় তাহলে শর্তাধীন বিষয়টিও বিদ্যমান পাওয়া যাবে৷ আর এখানে আরবী "لَوْ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যদি শর্ত বিদ্যমান না থাকে তাহলে শর্তাধীন বিষয়টিও বিদ্যমান থাকবে না৷ আল্লাহ তা'আলা বলছেন: "যদি তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তাহলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না৷" সুতরাং আয়াতটি প্রমাণ করে, উল্লেখিত ঈমান তাদেরকে (কাফেরদেরকে) আউলিয়া রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় ও বিরোধীতা করে৷ তাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ ও ঈমান - উভয়টি অন্তরের মাঝে একত্রিত হতে পারে না৷ [মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:১৭]

সুন্নাহ থেকে দলীল

দলীল নং ১:

ইবনে আববাস (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستَغْفَروا لهم، فنزلت: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ [قَالُوا فِيمَ كُنْتُم } إلى آخر] الآية،

মক্কায় কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যারা ইসলামকে গোপন করে রাখতো৷ বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে নিজেদের সাথে বের হতে বাধ্য করলো৷ ফলে তারা কতকে কতকের দ্বারা আক্রান্ত হলো (নিহত হলো)৷ মুসলমানরা বলতে লাগল, আমাদের এই সাথীরা তো মুসলমান ছিল কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে৷ সুতরাং তোমরা তাদের জন্য ইস্তেগফার কর৷ তখন অবতীর্ণ হলো:

নিশ্চয়ই নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়, ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন, তখন ফেরেশতাগণ (তাদেরকে) বললেন, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে'? তারা বলল 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতাগণ বললেন, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?' সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম৷ আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল৷ [সূরা নিসা: ৯৭] [তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং:১০২৫৯, খন্ড:৯, পৃষ্ঠা:১০২]

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হলো তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেনি৷ অন্যথায় বদর যুদ্ধে তারা তো স্বেচ্ছায় আসেনি বরং তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল৷ আর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রও পরিচালনা করেনি৷ তাহলে প্রশ্ন জাগে, হিজরত না করার কারণে কি তারা চিরকাল জাহান্নামী হবে৷ নাকি আয়াতে অস্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে?

অনেক আলেমগণের মত হলো: "উপরোক্ত কাজের দ্বারা তারা কাফের হয়ে গিয়েছে৷ কেননা তারা কোন ওজর ব্যতীতই অবস্থান করেছে, অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছে৷ তাদেরতো এই শক্তি ছিল পথিমধ্যেই বা যখন দু'দল মুখোমুখি হয়েছে তখন তারা কাফেরদের মধ্য থেকে ভেগে যেতে পারতো৷ এই ক্ষমতাও ছিল তারা অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো৷" তবে সব ক্ষেত্রেই তাদের মাঝে দু'টি অবস্থা বিদ্যমান:

১. তাদের মধ্যে থেকে যে বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করেছে সে কাফের৷ তার ক্ষেত্রে নিহত কাফেরদের বিধানই প্রযোজ্য হবে৷ কেননা 'ইকরাহ' তথা বাধ্যতার মূলনীতিতে তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়৷ কেননা যখন তাকে (বের

হতে) বাধ্য করা হয়েছে তখন সে সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধ করেছে (অথচ সে যুদ্ধ না করলেও পারতো)। ফলে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য করার কারণে সে তাদেরই দলভুক্ত ও তাদেরই অনুরূপ বলে গণ্য হবে। সে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর অন্তর্ভূক্ত হবে: "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন, "যে কুফ্ফার ও মুশরিকদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র ও সম্পদ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করবে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ ও কাফের বলে গণ্য হবে।"

২. যে আসতে বাধ্য হয়েছে, তবে যুদ্ধ করেনি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পছন্দও করেনি, তাদের সাথে একমত পোষণ করেনি, কিন্তু তাকে পাহারা দিয়ে শক্তি খাটিয়ে বাধ্য ও অপারগ করা হয়েছে। ফলে সে রণাঙ্গন পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু লড়াই করেনি। তাহলে সে (হিজরত না করে) অবস্থানের কারণে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে সে জাহান্নামের ব্যাপারে ধমক প্রাপ্ত হবে। কেননা সে কোন ওজর ব্যতীতই তাদের সাথে অবস্থান করেছে। [ফাতাওয়া-নুরুন আলাদ-দার্ব: ৩৬০, শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বাজ রহঃ]

দলীল নং ২:

হাতেব বিন আবি বালতা'আহ্ রাঃ র' ঘটনা।

ঘটনাটি কয়েকভাবে প্রমাণ করে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার মূল হুকুম হলো তা কুফর ও রিদ্দাহ।

প্রথমত: বিষয়টি অবলোকন করার পর নবুয়্যাতের মেজাজধারী সাহাবী উমর (রাদিঃ) এর প্রতিক্রিয়া:

এক. তিনি বলেছিলেন: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।

দুই. স্বয়ং উমর (রাদিঃ) থেকে অপর একটি সহীহ রেওয়ায়েয়েত বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

فاخترطت سيفي و قلت: يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر فاضرب عنقه

অতঃপর আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি কেননা সে কুফরী করেছে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম'য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

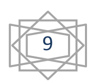
তিন. অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে:

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال عمر: بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك -[مسند أبي يعلى]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে কি বদরে অংশগ্রহণ করেনি?

সাহাবারা (রাদিঃ) বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।

উমর (রাদিঃ) বললেন: হ্যাঁ, তবে সে ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬৩৪, মুসনাদু আবী ই'য়লা, হাদীস নং:৩৯৭, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩১৬]



দ্বিতীয়ত:

হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে?

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, চিঠির শব্দগুলো ছিল-

أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام

ওহে কুরাঈশ বাসী! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সৈনিকদেরকে নিয়ে ধেয়ে আসছেন অন্ধকার রাত্রির ন্যায়, যার গতি হলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর শপথ তিনি যদি একাও তোমাদের বিরুদ্ধে আসেন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের ব্যাপারটি ভেবে দেখ। শেষ করলাম। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:৫২০]

ওকিদী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-মাগাজী'তে ইকরিমা (রাদিঃ) এর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন:

إنّ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَذّنَ فِي النّاسِ بِالْغَزْوِ وَلَا أَرَاهُ يُرِيدُ غَيْرَكُمْ وَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَكُمْ يَدٌ بِكِتَابِي إلَيْكُمْ

আল্লাহর রাসূল মানুষের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এবার তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমরাই। আর আমি ভাল মনে করেছি এ চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমার একটি মূল্যায়ন থাকুক। [আল-মাগাযী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৭৯৯]

যে কারণে হাতিব (রাদিঃ) এর উপর উপরোক্ত হুকুম বর্তায়নি:

এর উত্তরটি দু'ভাবে দেয়া যায়:

১. তার উপরোক্ত কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

২. তার উপরোক্ত কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তবে.....এটা দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয় যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য কুফর ও রিদ্দাহ নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে তার উপর হুকুম না বর্তানোর কারণ হলো তার মাঝে **موانع الكفر** বিদ্যমান ছিল (এমন কিছু বিষয়, কোন ব্যক্তির থেকে যদি কুফর প্রকাশ পায় আর তার কোন একটিও ঐ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে কুফরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)।

[ক] তার জানা ছিল না এতটুকু কাজও কুফরের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। যেমনটি তিনি নিজেই বলেন:

وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ

আমি তো এটি কুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।

অপর একটি সহীহ রেওয়ায়েতে এসেছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন এমনটি করলে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন:

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ ،

"আল্লাহর শপথ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে কল্যাণকামী।"



[খ] তিনি এ ক্ষেত্রে মুওাউয়িল ছিলেন, তার ইজতিহাদ ছিল এর দ্বারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না, তাই এই সাহায্য কুফরের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

তিনি বলেন:

فَكَتَبْتُ كِتَابًا لاَ يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا

‘‘আমি তো এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন ক্ষতি করবে না।’’

[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন:

فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه

তিনি এমনটি করেছিলেন এই ব্যাখ্যা করে (মনে করে) যে তাতে কোন সমস্যা নেই। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৬৩৪]

এ ছাড়াও উপরোক্ত হাতিব (রাদিঃ) এর ঘটনাটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা হলো: [**ما جاء في المتأولين**] তাবীলকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস। যা প্রমাণ করে তিনি তাকে মুওাউয়িলদের অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন।

আর তার পরিবার-পরিজন মুশরিকদের মাঝেই ছিল, তিনি কুরাঈশ বংশের না হওয়ার কারণে তার এমন কোন নিকটাত্মীয় ছিল না যারা তাদের দেখাশোনা করবে। তাই তিনি তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত ছিলেন যে তারা না এদের কোন ক্ষতি করে বসে। তাই তিনি নিজে নিজে এমন এক পদ্ধতি বেছে নিতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবে না আর তার পরিবারেরও কিছুটা লাভ হবে। যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন:

وَلَكِنْ كُنْتُ غَرِيبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ أَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخِفْتُ عَلَيْهِمْ ، فَكَتَبْتُ كِتَابًا لاَ يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا ، وَعَسَى أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَهْلِي

আমি ছিলাম মক্কাবাসীদের মাঝে আগন্তুক এক ব্যক্তি। আমার পরিবার তাদের মাঝেই বসবাস করতো, আর আমি ছিলাম তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত তাই আমি এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে না। আর আমার আশা ছিল এর দ্বারা আমার পরিবার হয়তো কিছুটা উপকৃত হবে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

[গ] তার জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল:

তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা’আলা যাদের জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ পূর্ব থেকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যারা ছিলেন নিশ্চিত জান্নাতী।

দলীল নং ৩:

বদরের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপন চাচা আব্বাস (রাদিঃ) কে মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য বললেন তখন আব্বাস (রাদিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন:

يا رسول الله إني كنت مسلما

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলমান ছিলাম!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

الله اعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك

আল্লাহ তা'আলাই আপনার ইসলাম সম্পর্কে ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন। [সনদ:সহীহ, সুনানুল বাইহাকি, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৩২২]

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাদিঃ) এর কথা গ্রহণ না করে তার উপর অন্যান্য কাফের বন্দীদের বিধানই প্রযোজ্য করেছেন।

সাহাবী ও তাবি'ইর আছার (রাদিঃ)

হুযাইফা (রাদিঃ) এর আছার:

-عن حذيفة قال: ليتق أحدكم ان يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لايشعر وتلا ومن يتولهم منكم فانه منهم

হুযাইফা (রাদিঃ) বলেন: তোমাদের সকলেই যেন সতর্ক থাকে যে, সে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, অথচ সে অনুভবও করতে পারবে না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন: আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] [আদ-দুররুল মানসূর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:১০০]

আব্দুল্লাহ বিন উৎবা (রহঃ) এর উক্তি:

عن محمد بن سيرين ، قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون ، يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر ، قال: فظنناه أنه يريد هذه الآية [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ...

মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উৎবা বলেছেন: তোমাদের সকলেই যেন সতর্ক থাকে যে, সে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, অথচ সে অনুভবও করতে পারবে না। তিনি বলেন: আমরা ধারণা করলাম, তিনি এই আয়াতটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন: হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:১৩২]

ইজমা থেকে দলীল

ফিক্বহে হানাফী

১. শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

قتل مسلم کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ ہو کر ان کی فتح و نصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی اعانت کرے اور جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہو تو کافروں کا ساتھ دے- یہ صورت اس جرم کے کفر و عدوان کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایسی اشد حالت ہے جس سے زیادہ کفر اور کافری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا- دنیا کے وہ سارے گناہ، ساری معصیتیں، ساری ناپاکیاں، ہر قسم کی نافرمانیاں جو ایک مسلمان اس دنیا میں کر سکتا ہے یا ان کا وقوع دھیان میں آ سکتا ہے سب اس کے آگے ہیچ ہیں-جو مسلمان اس کا مرتکب ہو وہ قطعا کافر ہے اور بد ترین قسم کا کافر ہے-

[قتل مسلم، کتاب: معارف مدنی افادات مولانا حسین احمد مدنی]
جمع و ترتیب: مفتی عبد الشکور ترمذی

মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান যদি কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায়, এমতাবস্থায় উপরোক্ত অপরাধটি কুফরী ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে মারাত্বক কুফর ও কুফরী কর্মকান্ড কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।

[অধ্যায়: কতলে মুসলমান; মাআ'রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), সংকলন ও বিন্যাস: মুফতী আব্দুস শাকূর তিরমিজী।]

২. বিশিষ্ট ফক্বীহ আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রহঃ) বলেন:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ...... وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة ومن يتولهم منكم فانه منهم من جملتهم وحكمه حكمهم.

"হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" এতে এ প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, সকল কুফর একই মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত। "আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে, তাদের ব্যাপারে যা হুকুম হবে তার ব্যাপারেও একই হুকুম হবে। [তাফসিরুন নাসাফী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৮৭]

৩. <u>পাকিস্তানের সাবেক মুফতীয়ে আজম শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহঃ) এর ফতওয়া:</u>

بعد الحملة الأمريكية على أفغانستان فإن الأحكام الشرعية على المسلمين هي:

ثانيا: لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفا حكوميا أو غير ذلك أن يقدم أي مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة. وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان يعتبر مرتدا عن الدين

ثالثا:أي شخص يخالف أوامر الله عز وجل وشريعته فإن من كانوا تحته من موظفين أو جنود أو غير ذلك عليهم مخالفة أوامره ورفض الانصياع إليها.

দ্বিতীয়ত: যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকরিজীবী অথবা অন্য কেউ তার জন্য আফগানিস্থানে আমেরিকার আগ্রাসনে যে কোন রূপে, যে কোন ধরনের সহায়তা করা জায়েয নেই। বিশেষতঃ মুসলমান আফগানিস্থানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রুপ পরিগ্রহ করেছে। যে কোন মুসলমান এই আগ্রাসনে সহায়তায় এগিয়ে আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত: যে কেউ আল্লাহপাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়াতের বিরোধীতা করে, তার অধীনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ব্যক্তির নির্দেশাবলীর বিরোধীতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব। [করাচী, ৮ অক্টোবর ২০০১]

আর এ ফতওয়া প্রদানের কারণেই সম্ভবত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

ফিক্বহে শাফি‘ঈ

<u>আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া:</u>

من يتولهم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ يَعْنِي فِي وُجُوبِ الْقَتْلِ: لِأَنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ مِنَّا مُرْتَدٌّ لَا يُقَرُّ عَلَى رِدَّتِهِ

“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।” অর্থাৎ [তাদের মত তাকেও] হত্যা করা ওয়াজিব, কেননা যে আমাদের মধ্য থেকে ইহুদী খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে মুরতাদ। তাকে তার রিদ্দাহ অবস্থায় অবস্থান করতে দেয়া হবে না। [আল-হাওিল কাবীর, খন্ড:১৪, পৃষ্ঠা:৬৪২]

<u>আল্লামা জামালুদ্দীন কাসিমী (রহঃ) এর ফতওয়া:</u>

জামালুদ্দীন কাসিমী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ: أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين.[تفسيره 240/6]

<u>“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন”</u> অর্থাৎ সে তাদেরই দলভূক্ত, তাদের যা হুকুম তারও একই হুকুম, যদিও বা মুখে দাবী করে সে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধী। [মাহাসীনুত তা’বীল, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:২৪০]

ফিক্বহে মালিকি:

আল্লামা তাসূলী (রহঃ) এর ফতওয়া:

যারা ফরাসীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের সাথে ব্যবসা করে, তাদেরকে ঘোড়া প্রদান করে, মুসলমানদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به ، فيقاتلون قتال الكفار ومالهم فيء

এ সমস্ত কর্মকর্তারা যখন কাফের শত্রুদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করবে, তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে, কাফের হিসেবেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, আর তাদের সম্পদসমূহ হবে মালে ফাঈ। [আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যা ফী আহাম্মিল কাদাইয়া, পৃষ্ঠা:২৩২]

ফিক্বহে হাম্বলী

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন:

إن الله حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم{ومن يتولهم منكم فإنه منهم } فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم.] أحكام أهل الذمة [

আল্লাহ তা'আলা বিধান দিয়েছেন আর তাঁর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বিধান নেই। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মাঝেই গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন"। সুতরাং যখন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা জানা গেলো, ইহুদী-খ্রিষ্টানের বন্ধুরা তাদেরই দলভূক্ত সুতরাং এদের ক্ষেত্রেও ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। [আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৭]

উম্মাতের অন্যান্য ফুক্বাহাগণের মতামত:

১. আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) যে সমস্ত মুসলমান ইংরেজ বা ফরাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে, তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন:

ألا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم مَن يتزوج منهم فزواجه باطل بطلانا أصليا. اهـ

সকল মুসলমান নারী-পুরুষদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিৎ, যে সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং দ্বীনের শত্রুদেরকে সাহায্য করছে, তাদের কেউ যদি বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। তা কোনভাবেই শুদ্ধ হবে না। [কালিমাতু হক্ক, পৃষ্ঠা:১২৬-১৩৭]

২. জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের ফতওয়া:

১৩৬৬ হিজরীতে জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের কাছে ইস্তেফতা করা হয়েছিল, যদি কোন আরব ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করে যার ফলে তাদের জন্য ফিলিস্তিনি ভূখন্ড দখল করা সহজ হয়ে যায় ইসলামে এমন ব্যক্তির হুকুম কি হবে?

শায়েখ আব্দুস সালীমের (রহঃ) নেতৃত্বে ইফতা বোর্ড একটি দীর্ঘ উত্তর প্রদান করেন। উক্ত ফতওয়ার মূল অংশ নিম্নে তুলে দেয়া হলো:

إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المنكرة وساعد عليها مباشرة أو بواسطة لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم

যদি কোন ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোর কোন একটিতে মুসলমানদের শত্রুদেরকে সাহায্য করে, এগুলোর কোন একটির ব্যাপারে সরাসরি বা অন্য কোন মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করে তাহলে সে ঈমানদারদের মাঝে গণ্য হবে না। মুমিনদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং সে নিজ কর্মের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। [ফাতাওয়া খতীরাহ ফী ওযূবিল জিহাদিদ দীনিল মুকাদ্দাস, পৃষ্ঠা:১৭-২৫]

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন (রহঃ) এর ফতওয়া:

فصورة العالم اليوم الي القسمين وقد اصاب بوش عندما قال إما معنا وإما مع الإرهاب اي إما مع الصليبية وإما مع الاسلام- بوش صورته اليوم هو في اول الطابور يحمل الصليب الضخم الكبير ويسير واشهد بالله العظيم ان كل من يسير خلف بوش في خططه هو قد ارتد عن ملة محمد صلي الله عليه وسلم وهذا الحكم هو من اوضح الاحاكم في كتاب الله وفي سنة رسوالله صلي الله عليه وسلم

আজ বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত। বুশ যা বলেছে ঠিকই বলেছে, **"হয়তো আমাদের সাথে নয়তো সন্ত্রাসীদের সাথে"।** অর্থাৎ হয়তো ক্রুসেডারদের সাথে নয়তো ইসলামের সাথে। বুশের অবস্থা হলো সে মোটা ও বড় ক্রুশটি বহন করে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং আগে বাড়ছে। আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই বুশের পিছনে তার সারিতে অংশগ্রহণ করবে সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম ত্যাগকারী মুরতাদ বলে পরিগণিত হবে, এ বিধানটি কুরআন সুন্নাহ্‌র সর্বাধিক সুস্পষ্ট বিধান। [আল-আরশীফুল জামে'য়, পৃষ্ঠা:২১]

২. শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী [হাফিজাহুল্লাহ] এর ফতওয়া:

نهانا الله سبحانه أن نتخذ الكفار أولياء ننصرهم على المؤمنين باليد واللسان، ومن فعل ذلك فهو كافر مثلهم، وأجاز الشرع لمن خاف القتل أو القطع أو الأذى العظيم أن يتكلم بما يدفع به الأذى عن نفسه –لا

بما يجلب به النفع- من الكفار دون أن يوافقهم في باطنه أو يناصرهم على المسلمين بفعل أو قتل أو قتال، والأفضل له أن يتصلب ويصبر. [الولاء والبراء-عقيدة منقولة وواقع مفقود]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যাতে আমরা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করি, হাত বা জবান দ্বারা মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য না করি। আর যে এমনটি করবে সে তাদের মতই কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়া অথবা অঙ্গহানি অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তির আশংকা করবে তার জন্য শরীয়াত বৈধ করেছে সে এমন কোন কথা বলতে পারবে যার দ্বারা কাফেরদের থেকে আগত বিপদকে সে নিজের থেকে দুরে রাখতে পারে। তবে অভ্যন্তরীণভাবে তাদের সাথে একমত হওয়া যাবে না এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ, [কোন মুসলমানকে] হত্যা অথবা অন্য কোন কাজের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে না। আর উত্তম হলো দৃঢ় থাকা ও ধৈর্য্য ধারণ করা। [আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, পৃষ্ঠা:২২]

৩. <u>শহীদ আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-লীবী (রহঃ) এর ফতওয়া:</u>

اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم. وبفضل الله فإن هذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله تعالى والأيات في هذا المعنى كثيرة جداً،

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সমর্থন করবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে তার কুফরের ব্যাপারে উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এই মাসআলাটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্ট মাসআলা। আর এ ব্যাপারে আয়াতও অনেক বেশি। [আল-জিহাদ ও মা'রেকাতুশ শুবুহাত, পৃষ্ঠা:৩৭]

8. <u>শায়েখ আবূ মুসআব আস-সূরী [ফাক্কাল্লাহু আসরাহু]</u>

মুজাহিদ আবূ মুসআব আস সূরী তার সাড়া জাগানো কিতাব 'দা'ওতুল মুকাওমাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ' তে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার হুকুমের ব্যাপারে বিষদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

القتال معهم وتحت رايتهم وفي خدمة مصالحهم, وهذه أعظم أشكال الولاية, حيث يضحي المرء بروحه في سبيل الكفار, وهو كفر مخرج من ملة الإسلام -

'তাদের কল্যাণে এক সাথে মিলে তাদেরই ঝান্ডা তলে লড়াই করা' এটি তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশের চরম এক প্রকার যে কোন ব্যক্তি কাফেরদের পথে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করবে। এটি এমন এক কুফর যা ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। [দা'ওতুল মুকাওমাতিল ইসলামিয়্যি আল-আলামিয়্যাহ্, খন্ড:১ ,পৃষ্ঠা:১৫৫]

ক্বিয়াস থেকে দলীল

এক. **قياس العكس বা বিপরীতমুখী ক্বিয়াস:**

সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من جهز غازياً فقد غزى



“যে কোন যোদ্ধাকে অস্ত্র সাজ্জিত করলো সে যুদ্ধ করলো।” কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করে বসে আছে কিন্তু যখন সে কোন মুজাহিদকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন সেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন:

إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير ، والرامي به ، ومنبله

নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: তীরটি তৈরীকারী, যে তীরটি তৈরী করার কল্যাণের নিয়ত করেছে। তীরটি নিক্ষেপকারী। এবং তীরটি প্রদানকারী।

অতএব قياس العكس এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যারা তাগূতের পথে লড়াই করবে আর যারা এ লড়াইয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র সম্পদ দ্বারা সাহায্য করবে, তারাও তাগূতের পথে লড়াইকারী বলেই বিবেচিত হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে সকলের বিধান একই হবে।

দুই. **সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীর বিধান একই:**

ইসলামী শরীয়াতে কোন কাজে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীর বিধান একই। কেননা সহায়তার মাধ্যমেই সরাসরি অংশগ্রহণকারী কাজটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। যেমন: যে মুজাহিদরা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে আর যারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে গণীমতের ক্ষেত্রে সকলেই সমান ভাগ পায়। যেমনটি হাদীস ও ফিক্বহের কিতাব সমূহতে বর্ণিত আছে।

একইভাবে কেউ যদি ডাকাতি করে আর কেউ যদি সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ না করে তাকে সাহায্য করে, হদের ক্ষেত্রে সকলের একই হুকুম হবে। যদি একজন কাউকে হত্যা করে এর পরিবর্তে সকলকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা না করে মাল লুট করে তাহলে সকলের বিপরীত দিকে এক হাত ও এক পা কেটে ফেলা হবে। এটাই জমহুরের মত। শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারখসী (রহঃ) বলেন:

وَالْمُبَاشِرُ وَغَيْرُ الْمُبَاشِرِ فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ عِنْدَنَا ،

আমাদের নিকট ডাকাতদের হদের ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও অনুপস্থিত থেকে সাহায্যকারীর একই হুকুম। [আল-মাবসূত, খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:৪৫৫]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) বর্ণনা করেন:

وحكم الردء من القطاع حكم المباشر وبهذا قال مالك و أبو حنيفة[المغني]

ডাকাতদের মধ্য থেকে সরাসরি অংশগ্রহণকারীর যে হুকুম সাহায্যকারীরও একই হুকুম। আর ইমাম মালিক ও আবূ হানীফাও (রহঃ) একই মত ব্যক্ত করেছেন। [আল-মুগনী, খন্ড:১০, পৃষ্ঠা:৩১৩]

আমরা উপরোক্ত শর’য়ী মূলনীতির উপর ক্বিয়াস করে বলছি, ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা, দ্বীনের কারণে মুসলমানদেরকে হত্যা করা যেমন কুফর একইভাবে হত্যাকারীকে সমর্থন করা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করাও কুফর।

ইতিহাস কি বলে?

এক

হিজরতের ২য় বছর: বদর যুদ্ধে কিছু মুসলমান মুশরিকদের সাথে মিলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বের হয়েছিল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:97]

দুই

২০১ হিজরীর শুরুর দিকে বাবাক আল-খারমী মুশরিকদের সাথে অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সহ তখনকার অন্যান্য ফুক্বাহাগণ তাকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেন। যেমনটি মাইমুনী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন ইমাম আহমাদ (রহঃ) কে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك، أي شيء حكمه ؟[الفروع]

সে শিরকের ভূমিতে অবস্থান করে আমাদের বিরুদ্ধে এসে যুদ্ধ করে। তার হুকুম কি হবে? তিনি উত্তর প্রদান করেন:

إن كان هكذا فحكمه حكم الارتداد -[الفروع]

যদি তার অবস্থা এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তার হুকুম হলো রিদ্দাহর হুকুম। [আল-ফুরু'য়, খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:৩২৩]

তিন

৪৮০ হিজরীর পর স্পেনের আশবালিয়ার শাসক আল মু'তামাদ বিন আব্বাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ানদেরকে সাহায্য করেছিল, ফলে তৎকালীন ফক্বিহগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। [দেখুন: আল-ইস্তেকসা, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৭৫]

চার

৬৬১ হিজরীতে বাদশা উমর বিন আদেল চুক্তি করে হালাকু খান ও তাতারদের সাথে। সে তাতারদেরকে শামে পুনরায় আক্রমণের আহ্বান জানায়। এমতাবস্থায় আজ-জহের রুকনুদ্দীন বাইবারাস ফুক্বাহাদের কাছে তার ব্যাপারে ইস্তেফতা করেন, ফুক্বাহাগণ তাকে অপসারণ ও হত্যার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। ফলে তিনি তাকে অপসারণ করেন ও হত্যা করে ফেলেন। [দেখুন: আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, খন্ড:১৩,পৃষ্ঠা:২৩৮; আশ-শাযারাত,খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৩০৫]

পাঁচ

৭০০ হিজরীর দিকে তাতাররা শাম ও অন্যান্য স্থানে ইসলামী ভূখন্ড সমূহে আগ্রাসন চালায়। মুসলমান নামধারী কিছু ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করে। তখন সে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ [যেমনটি আমাদের ধারণা] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাদের রিদ্দাহর ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [দেখুন: মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খন্ড:২৮, পৃষ্ঠা:৫৩০]

ছয়

৯৪০ হিজরীতে মারাকাশের একজন শাসক ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস সা'দী। সে তার চাচা আবূ মারওয়ান আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে পর্তুগালের বাদশার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন সেখানকার ফুক্বাহাগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। [আল-ইস্তেকসা, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৭০]

সাত

১২২৬ - ১২৩৩ হিজরীতে বহিরাগত কিছু বাহিনী নজদের ভূখন্ডে আক্রমণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানের তাওহীদের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়া। মুসলমান নামধারী কিছু ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করে। তখনকার আলেমগণ তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। আলে শায়েখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ তাদের কুফরী প্রমাণের জন্য الدلائل 'আদ-দালায়েল' নামে একটি কিতাব লিখেন।

আট

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ৫০ বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবার উলামাগণ যারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। আল্লামা হামদ বিন আতীক (রহঃ) এ বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেন। যার নাম দেন سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك

নয়

হিজরী ১৩তম শতাব্দীর পর ১৪তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু আরব কবীলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফরাসীদেরকে সাহায্য করে। তখন ফক্বীহ আবুল হাসান আত-তাসূলী (রহঃ) তাদের কুফরের ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [উক্ত ফতওয়াটি আমরা পূর্বে ফিক্বহে মালিকির তিন নম্বর দলীলে উল্লেখ করেছি]।

দশ

১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিশর সহ অন্যান্য ভূখন্ডে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়। কিছু মুসলমান তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে থাকে। তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন ও মুহাদ্দিস, প্রধান কাজী ও মুফতী আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ) তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [ফতওয়াটির মূল অংশ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি] দেখুন: কালিমাতু হক্ব, পৃষ্ঠা:১২৬]

এগারো

১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১৩৬০ হিজরীর দিকে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে আগ্রাসান চালায়। ইসলামের দাবীদার কিছু ব্যক্তি তাদেরকে এক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তখন জামেয়া আযহারের ইফতা বোর্ডের কাছে ইস্তেফতা করা হলে ইফতা বোর্ড তাদের কুফরীর ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [ফতওয়াটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]

বারো

১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা খেলাফাতে উসমানিয়ার পতনের জন্য যুদ্ধ করে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ করে। ভারতবর্ষ থেকে ৬ লক্ষ সৈন্য তাদের সাহায্যে গমন করে। তখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে

সচেতন আলেমে দ্বীন **শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)** তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। [ফতওয়ার একাংশ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে] [দেখুন: 'উলামায়ে হক' মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া, পৃষ্ঠা:২১৫]

তেরো

নবুওয়াতের ১৪তম শতাব্দীর শেষের দিকে আরব দেশগুলোতে সাম্যবাদী ও শীয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এক্ষেত্রে কিছু মুসলমান তাদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন আরবের সমকালীন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফক্বীহ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাদের কুফরীর ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন [ফতওয়াটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]। [মাজমূয়ুল ফাতওয়া ওয়াল মাকালাত, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭৪]

চৌদ্দ

১৫তম শতাব্দীর শুরুর ভাগে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্থানে আক্রমণ করে, তখন সমস্ত পৃথিবীর হক্ব উলামাগণ এ জিহাদকে সমর্থন করে। আর স্পষ্ট বিষয় এ জিহাদ শুধু আসলী কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল না বরং নামধারী যে সমস্ত মুসলমান অর্থ বা ক্ষমতার লোভে অথবা কুফরী শক্তির ভয়ে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল মুরতাদ হিসাবে মুজাহিদরা তাদেরকেও হত্যা করেছিল, তাদের সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণ করেছিল, তাদের কাফন দেয়া হতো না, জানাযা পড়া হতো না, মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না। এদের সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না বরং তা ছিল অনেক অনেক বেশি। সারা বিশ্বের আলেমগণ এটাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এবং শর'য়ী জিহাদ হিসাবেই আখ্যায়িত করেছিলেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেনো সবাইকে ইসলামী শরীয়াতের হুকুম যথাযথভাবে বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

إِهدنا الصراط المستقيم